প্যারীচাঁদ মিত্র

নিতাই বসু

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ ১ ॥

'সুখের রাত্রি দেখিতে ২ যায়। যখন মন চিন্তার সাগরে ডুবে থাকে তখন রাত্রি অতিশয় বড় বোধ হয়। মনে হয় রাতি পোহাইল কিন্তু পোহাইতে পোহাইতেও পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা কৌশল—নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘরে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না হইতে ২ ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দেখিতে ২ ভাঁটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বল্‌দেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোপার গাধা ধপাস্ ২ করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হু ২ করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি ২ হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্তা কহিতেছে। কেহ বলিতেছে পানা ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল—কেহ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি—কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচতে সাধ নাই—বৌছুঁড়ি আমাকে দুপা দিয়া থেতলায়—বেটা কিছুই বলে না; ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া

বানিয়েছে—কেহ বলে আহা এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল—কবে মরি কবে বাঁচি এইবেলা তার বিএটি দিয়ে নি।

'এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে স্থানে ২ কানা মেঘ আছে— রাস্তা ঘাট সেঁত ২ করিতেছে। বাবুরাম বাবু এক ছিলিম তামাক খাইয়া একখানা ভাড়া গাড়ি অথবা পাল্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না—অনেক চড়া বোধ হইল। রাস্তায় অনেক ছোঁড়া একত্র জমিল। বাবুরাম বাবুর রকমসকম দেখিয়া কেহ ২ বলিল—ওগো বাবু ঝাঁকা মুটের ওপর বসে যাবে? তাহা হইলে দুপয়সায় হয়? তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে—বলিয়া যেমন বাবুরাম দৌড়িয়া মারিতে যাবেন অমনি দড়াম করিয়া পড়িয়া গেলেন। ছোঁড়াগুলো হো ২ করিয়া দুরে থেকে হাততালি দিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু অধোমুখে শীঘ্র একখানা লকাটে রকম কেরাঞ্চিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন এবং খন্ ২ ঝন্ ২ শব্দে বাহির শিমলের বাঞ্ছারাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঞ্ছারাম বাবু বৈঠকখানার উকিল বটলর সাহেবের মুতসুদ্দি—আইন আদালত—মামলা মকদ্দমায় বড় ধড়িবাজ। মাসে মাহিনা ৫০ টাকা কিন্তু প্রাপ্তির সীমা নাই, বাটীতে নিত্য ক্রিয়াকাণ্ড হয়। তাঁহার বৈঠকখানায় বালীর বেণীবাবু, বহুবাজারের বেচারামবাবু, বটতলার বক্রেশ্বরবাবু আসিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন।

'বেচারাম! বাবুরাম! ভাল দুধ দিয়া কালসাপ পুষিয়াছিলে। তোমাকে পুনঃ ২ বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই—ছেলে হতে ইহকালও গেল—পরকালও গেল। মতি দেদার মদ খায়—জোয়া খেলে —অখাদ্য আহার করে। জোয়া খেলিতে ২ ধরা পড়িয়া চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা, গদা ও আর ২

ছোঁড়ারা তাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলেপুলে নাই। মনে করিয়াছিলাম হলা ও গদা এক গণ্ডূষ জল দিবে এখন সে গুড়ে বালি পড়িল। ছোঁড়াদের কথা আর কি বলিব? দূঁর ২'।

উপরে উদ্ধৃত অংশটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রস্তুতি ও প্রয়াসের সূচনা যাঁরা করেছিলেন বাংলা গদ্য তথা আখ্যান রচনার ক্ষেত্রে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস থেকে দেখানো হল।

উনিশ শতকে সৃজনধর্মী গদ্যসাহিত্যের সূচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত। তখনকার সমাজজীবনে দেখা দিয়েছিল নতুন চিন্তা ও উপলব্ধির জোয়ার, যার সূচনা হয়েছিল রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের মধ্য দিয়ে। বস্তুত এই ঐতিহাসিক কালবিবর্তন যা মূলত সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনাকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হচ্ছিল, তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল সে-যুগের সাহিত্যিকদের উপরে। বাংলাসাহিত্যে প্যারীচাঁদের আবির্ভাবের আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে আমরা পেয়েছিলাম এবং তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের যথার্থ রূপটি আবিষ্কৃত, প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু তখনকার সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকগণ বিদ্যাসাগর-সৃষ্ট ওইরকম সংস্কৃতধর্মী বাংলাভাষা অনুকরণে বেশি তৃপ্তিলাভ করলেও প্যারীচাঁদ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন, বিদ্যাসাগরের অনুসৃত ভাষা বড়ো বেশি সংস্কৃতধর্মী হওয়ার জন্য সাধারণ সহজ সরল মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্র যেন ততটা জীবন্ত ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এই ভাষার যথার্থ রস ও অর্থের স্বাদ গ্রহণ স্বল্প-শিক্ষিত জনসাধারণ বিশেষত স্ত্রী-সমাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই, প্যারীচাঁদ সংস্কৃত-ঘেঁষা বিদ্যাসাগরী ভাষার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় সাহিত্যরচনাকেই শ্রেয় বলে মনে করলেন।

তিনি ভাবলেন, এর ফলে একদিকে সাধারণ গল্প-কাহিনি তার বিশ্বস্ততা লাভে তৃপ্ত হবে, অপরদিকে সাধারণ পাঠকসমাজ তেমনই এর সঠিক অর্থ ও রস আস্বাদনে তৃপ্ত হবেন।

বাংলাসাহিত্যে প্যারীচাঁদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস নিয়ে। এটির প্রকাশকাল ১৮৫৮ সাল, ১২৬৪ বঙ্গাব্দ। প্যারীচাঁদের সাহিত্যরচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকহিতৈষণা, এবং লোকহিতৈষণার স্বার্থেই সমাজ ও তাঁর রীতি-নীতিকে বিদ্রুপ করবার জন্য 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে তিনি উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হন।

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হল— বড়োলোকের এক বখাটে ছোকরার অধঃপতন ও পরিণতির কাহিনি। অবশেষে বিভিন্ন দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পরিণতিতে যথার্থ শিক্ষালাভে সমর্থ হয়ে সুবুদ্ধিলাভ। উপন্যাসটির কাহিনি-গ্রন্থনে, পাত্র-পাত্রীর চরিত্রচিত্রণে ও সংলাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের সাহিত্যিক গুণাবলির যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা তাঁর সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী আর কোনো সাহিত্যিকের মধ্যে দেখা যায় না। সম্ভবত এই কারণেই যে কয়েকজন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন, তাঁরা কেউই তেমন জনসমর্থন পাননি বা সাফল্যের অধিকারী হননি।

এ-প্রসঙ্গে, 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ত্রিশ বছর আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', এবং ছ'বছর আগে ১৮৫২ সালে কলকাতার 'ক্রিশ্চিয়ান ট্রাক্ট্ অ্যান্ড বুক সোসাইটি'-র উদ্যোগে হানা ক্যাথারীন স্যুলেন্স নামে এক বিদেশিনীর রচনা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বইটির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্যারীচাঁদের সমসাময়িক রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কেউ যদিও কাহিনি-চয়নে কিছুটা মৌলিকত্ব দেখাতে

সক্ষম হয়েছিলেন, তবুও প্যারীচাঁদই বোধ হয় প্রথম একমাত্র সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব যিনি কাহিনি-নির্বাচনে মৌলিকত্বের পাশাপাশি রচনাটির কাহিনি-গ্রন্থনেও বেশ খানিকটা কৃতিত্বের পরিচয় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারের যে সরস কৌতুককর চিত্র তিনি এঁকেছেন, তা একদিকে যেমন তাঁর সাহিত্যিক মুন্সিয়ানার পরিচয় বহন করে, অপরদিকে তাঁর এই সাহিত্য-কৃতিত্ব তৎকালীন সুধীসমাজেও ভীষণভাবে আদৃত ও জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়।

যদিও কোনো-কোনো সমালোচকের মতে প্যারীচাঁদ কাহিনি-গ্রন্থনের চেয়ে বড়ো বেশি নীতি ও আদর্শ প্রচারে মনোযোগী ছিলেন, যার ফলে তাঁর রচিত কাহিনি ও চরিত্রগুলিতে কথাসাহিত্যের লক্ষণগুলি ততবেশি স্পষ্ট নয়, তবুও 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের কয়েকটি খল-চরিত্র এবং নায়ক শ্রীমান মতিলালের চরিত্র-চিত্রণে ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ যেরকম কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন তাতে লেখকের সাহিত্যিক কৃতিত্বের প্রশংসা না করে পারা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ ফারসি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য মুন্সী সাহেবের প্রচেষ্টার পরিণতির কৌতুককর চিত্রটি এখানে উল্লেখ করা যায়:— 'এক দিবস মুন্‌সি সাহেব হেঁট হইয়া কেতাব দেখিতেছেন ও হাত নেড়ে নেড়ে সুর করিয়া বয়েৎ পড়িতেছেন, ইত্যবসরে মতিলাল পিছন দিগ্‌ দিয়া একখানি জ্বলন্ত টিকা দাড়ির ওপর ফেলিয়া দিল, তৎক্ষণাৎ দাউদাউ করিয়া দাড়ি জ্বলিয়া উঠিল। মতিলাল বলিল,—'কেমন রে বেটা শোরখেকো নেড়ে, আর আমাকে পড়াবি'? মুনসি সাহেব দাড়ি ঝাড়িতে ২ ও তোবা ২ বলিতে ২ প্রস্থান করিলেন এবং জ্বালার চোটে চীৎকার করিয়া কহিলেন — 'এস্‌ মাফিক বেতমিজ আওর বদ্‌জাত লেড়কা কভি দেখি নাই—এস্‌ কাম সে মুল্ক মে চাষ কর্না আচ্ছি হ্যায়। এস্‌ জেগে আনা বি হারাম